পথের পাঁচালী নিয়ে বিচিত্র ভাবনা-চিন্তার খসড়া

Notes

সবতাতেই compensation আছে, এদের ভারী ভারী মোটর কার, সন্দেশ, লুচি, কালিয়া, সিল্কের জামা, দামী পাথরের গহনা, বাড়িঘর—ইলেকট্রিক আলো, পাখা, এসেন্স, ভারী ভারী সোনারূপোর বাসন, মস্ত সাজানোড্রয়িং রুম, পড়বার ঘর, লোকজন, দারোয়ান, শুধুই ভোল, শুধুই মার্বেল পাথরের থাম, shallow, তরল আনন্দময়জীবন।

ওদের শ্যাম আকাশ, প্রথম বর্ষায় তাজা ভিজে মাটিরগন্ধ, প্রথম বসন্তের ঘেঁটু ফুল, গ্রাম্যনদী, পাখির ডাক, সর্ষেখেত, সব ঋতুর ফুলফল, খড়ের ঘর, দুঃখ, অনাহার, অভাব, দৈন্য... পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, গভীর দুঃখ বা গভীর শোক... শৈশবের সুকুমার বাল-লাবণ্যটুকু মুখটিতেঅন্তর্হিত...

—২৫০\—

Rewiring –Henly's System

মা আর একটি পলা তেল দাও ?

মাটির প্রদীপের বুকে।

—০ —

২২-৪-২৬

এই কর্মপূর্ণ জীবনটা যেন অনেকদিন পরে মনে থাকে।সমস্তদিন এই খাটুনি, দৌড়োও চারুবাবুর বাড়ি, দৌড়োওহাইকোর্ট, অথচ আবার রাত ৮টার পর মেসে ফিরে গিয়েদুটো যা হয় কিছু খেয়েই আবার দৌড়ো দৌড়ো... রয়টার, ফ্রি প্রেস... কবিরাজ মশায়... চোখে জল দিয়ে কাজ করা...২টা পর্যন্ত কাউন্টারের ওপর কাঠের বোর্ডের ওপরশোওয়া... ভোর হতে না হতে আবার ওঠো... উঠে ছোটোএটর্নির বাড়ি, সেখান থেকে হেস্টিংস স্ট্রিটের অফিসে..সিঁড়ি ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে প্রাণ গেল... সর্বদাই পা টন্‌টন্...একটুখানি কোথাও স্থির হয়ে বসলেই ঘুমে চোখ ঢুলেআসে... শরীর অলস হয়ে নেতিয়ে [পড়তে] চায়... একেই বলে... খাটুনি। কোনোকিছু ভাববার অবসর নেই মোটেই...সব সময়ই হু হু সামনে চলো, ভাববার এতটুকুসময় নেই.. জগতের যে আনন্দরূপ, শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে গভীরচিন্তা ভিন্ন ধরা পড়ে [না] সে উচ্চ আনন্দের সঙ্গে এজীবনের [এ Mad rush] of money-র ?

শুধু মন কেমন করে, দূরের শ্যামল মাঠেরজন্যে—প্রাচীন পুষ্পিত—সপ্তপর্ণ শাখার জন্য... উচ্চ আকাশের অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্রদের জন্য... কখন ভাবি ?সময় কই ?...

আর যারা এই কর্চ্চে রাতদিন তারা ?এই হৈ-চৈসমাজের একটা মস্ত evil. অতি খারাপ institution. জাতিআত্মস্থ হতে দিচ্চে না। নাকেদড়ি দিয়ে টেনে নিয়েবেড়াচ্চে... কেউ ভাব্‌তে শিখ্‌চে না, ভাব্‌তে encourage কর্চ্চে না কারুর মন থিতিয়ে বস্‌চে না... উচ্চ সৌন্দর্যেরদিকে, সত্যের দিকে মনকে নিয়ে যাচ্চে না... শান্ত, নিভৃত, মৌন সায়াহ্নে পল্লীকুঞ্জে পাখির গানে যে আত্মার উদ্বোধনহবে তা কৈ ?এ কি জীবন ?যার gift ছিল সে-ও এই টাকারলোভে কখন ভাবচে... Thoughtless হয়ে ছুটে ছুটে দিনকাট্‌চে... ভাববার সময় বা অবসর কৈ ?আত্মস্থ হবারঅবকাশ কখন ?

টাকায় কি দেবে ? Simple tastes, simple joys of life—তার তুল্য কি জিনিস আছে ?

অপুর কোনো কর্মপূর্ণ নেহাত জীবন—প্রথম দুই vol-একোনো স্থান নাই

Suction Carpet-Duster-978/-

ও পাখা

বৈঠকখানায় ইলেকট্রিক কাঠ জ্বলে

Electric Re-wiring-2000/-

২ বন্দুক 350/- করে

[অপর পৃষ্ঠা]

দুর্গা মারা গিয়েচে... যারা দাহ করতে গিয়েছিল তারাফিরে এসে গুড় গালে দিয়ে জল খাচ্চে... অপু ভাবিলআজ এসব কেন ?তার দিদি নেই, তারই এই আয়োজন...সে নেই {দুর্গার মৃত্যু}... সে গ্রাম আর নেই... কোথায় সেইপুরোনো কালে [র] পাখির ডাক, কোথায় সেই মনেরঅকারণ ক্ষুধা, কোথায় সেই বসন্ত বনশোভা, কোথায় কি ?কোথায় মা, কোথায় তার বাবা—কোথায় কে ?..After life

এ কী life !এতটুকু জীবন কোথায় ?শুধু সকাল থেকেসন্ধে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হৈ ও আড্ডা চল্‌চে...লুচিসন্দেশ ও বরফ লেমনেড্ বা বরফজল, আইস্ক্রীম, সিগারেট ও ১০০/১৫০ মিঠা পানের খিলি চিবানোচল্‌চে... আর তাকিয়ায় গড়ানো চল্‌চে.. এতটুকু খোলাহাওয়া নেই... ঘরে ইলেকট্রিক পাখার গরম হাওয়ায় ঘরের গরম আরো ঘুরিয়ে তুলেছে... টবে বসানো দুচারটে শীর্ণপাম ছাড়া অন্য সবুজ কোথাও চোখে পড়ে না। মাটি দেখাযায় না। শুধু সিমেন্ট আর মার্বেল পাথর, কার্পেট, পেপার-বসানো দেওয়াল, গদী আঁটা কৌচ কেদারা, শুধুবরফজল, আকাশ দেখা যায় না, অন্য আলো নেই, জোরবাতির ইলেকট্রিক আলো... চল্‌তে austin, Rolls Royce, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা ছাড়া অন্য কিছু নেই...চিন্তার অবসর কখন ?

ওর কী কৃত্রিম, শ্বাসরুদ্ধ নারীজীবন ?

এই গ্রীষ্ম দিনে, কোথায় সে শ্যামল বনশোভা, পাখির কলরব, নদীর মর্মর রব, ঝোপে ঝোপে কোথায় সে সুরভিত পুষ্পবন, বেলাশেষের শেষ-রোদ মিলিয়ে যাওয়া সিন্দুর-ছড়ানো মাঠ, গ্রামসীমার প্রাচীন পুষ্পিত সপ্তপর্ণ, কুসুম প্রহর রাত্রির জ্যোৎস্না, বনকলমী শেওড়া বনেরঝোপে, ছাতারে দোয়েল পাখির কলরব, তেলাকুচো ফলের, ওড়কল্‌মী ফুলের নলক [নোলক?]... কোথায় তার সেদিদির সঙ্গে শৈশবের বনে বনে পাকা নোনা খাওয়া, ভিজেসোঁদা মাটির ভরপুর তাজা গন্ধ, বনফুলের সৌরভ, নিমফুলের অলস গন্ধ, তার দিদির সে অভাব, সে পাঁপরভাজা খেতে দু পয়সাও না জোটা, লক্ষ্মীর চুপড়ির আল্‌তাচুরি, বাসকফুলের মধু হাসি মুখে চুষে খাওয়া, রেলগাড়িরশব্দ শুনতে আধমাইল দৌড়ে যাওয়া... কোথায় সে উদার,পরিপূর্ণ মানবজীবন আর এ কি বিশ্রী ও ইতর প্রাচুর্য, অনাবশ্যক আড়ম্বর... এর মার্বেল পাথরে কার্পেটে, ইলেকট্রিক আলোর অবাধ, উন্মুক্ত, ব্রাত্য জীবনের সৌন্দর্য।কোথায় সেই অত্যাচারের, দারিদ্র্যের মহৎ দুঃখ, কোথায় সে জীবনের নগণ্য দুঃখের মুক্তি আনন্দ... তাই চাই।

সেই ঘেঁটুফুলের তেতোগন্ধ-ভরা শৈশবের ছায়াময় অপরাহ্নগুলো মনে পড়ে—মনে পড়ে সেই বাঁশবনের ধারেনতুন পাতা গজানো বৈঁচি শেঁয়াকুল ঝোপে পাখি-ডাকা, ফাগুন দুপুরের রোদে অলস নেবুফুলের গন্ধ, প্রথমবসন্তেরপ্রভাতে কোকিল ডাকা... সেই cosmic outlook of life... আর এ কি sordid, mean, dull জীবন,

অপূর afterlife [দুষ্পাঠ্য]।

অপু তার মাকে অসুখ অবস্থায় দ্যাখেনা... কেবল নেচেনেচে খেলা করে বেড়ায়... তার এক মাসি অপুকে বড়বকে—অপু অপ্রতিভ হয়, মাকে আনাড়ির মতো মাথায় হাতবুলিয়ে দেয়—কিন্তু তার মনটি বাইরে যাবার জন্যে ছটফট করে... মা বুঝতে পারে... অপু বেড়াতে যাবি ?যা বরংএকটু বেড়িয়ে আয় দিকি ?সমস্ত দিনই তো ঘরে বসে আছে... অপুর ডাগর চোখ গড়িয়ে জল পড়ে... অন্যজায়গায় বকে... সেখানে মা নেই...

সর্ব অপুর দুঃখ ঘুচাবার চেষ্টা পায়... ছেলের সব লজ্জামুছে নিতে চায়—ওকে বোকো না মাসি, ও আমার ওইরকম পাগল ছেলে—খেলে খেলে বেড়ায়

Imp

Imp সর্বজয়ার মৃত্যুর পূর্ব

an apostrophe—তোমরা একশ বছর পরে যারাআসবে—তোমরা এই ডায়েরি পড়ে ভাব্বে-ই... বাবা...

[ ] ...

[অন্য একটি পৃষ্ঠা]

{নীচের এই অংশ একটা মনোকষ্টকর incident এর পরহোস্টেলের ছাদের ওপর—তরুণ কলেজের ছেলে—}

19.4.26

বিভূতির সঙ্গে বড় ঝগড়া কখনো কি মিটবে ?

তার দিদি তার মূর্তিমতী শৈশব—মাথায় বকুলমালা জড়িয়ে রুক্ষচুলে, নাটাফলের থোলো আঁচলে বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো... তাকে আম কুড়িয়ে জাম কুড়িয়েখাওয়াতো... যখনই এই শৈশবের কথা মনে পড়ে, তখনইতার দিদির কথাই মনে আসে...

দিদিকে যে বড় বলে সে কল্পনা করতে পারে না—এরপর যখন সে বড় হয়েছিল, তার নিজের মেয়ের নাম সেরেখেছিল দুর্গা...

ওই অতবড়... তার দিদির গাল তুবড়ে গেল না কখনো, চুল পাক্লো না কোনো দিন, মুখ রুক্ষ হয়ে চামড়া ঝুলেপড়লো না, তার হাতে পায়ে গেঁটে বাত হয়নি, গালে মেছেতা পড়েনি... মনের গোপন দেবায়তন, নিভৃত শ্যাম পল্লীবনকুঞ্জের আড়ালে... তার দিদি যেখানে চিরবালিকা, হাসিভরা, স্নেহভরা ডাগর কালো চোখ দুটি নির্বোধের মতো তুলে, নাটাফলের পুঁটুলি আঁচলে বেঁধে, রুক্ষচুলদুলিয়ে নেচে নেচে খেলা করে বেড়ায়...

স্নেহ-ভরা-চোখে তার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে—পাকানোনা খাবি অপু ?আয়, চল্, ওই ওদের ডোবার ধারেরবনে, এই বড় বড়,—মিষ্টি যেন গুড় ?... পরে তাকে আদরকরে আগিয়ে নিয়ে যায়...

—অপু—আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ?—দেখবি একদিন ?সংসারে সে কিছুই জানে না, জান্লেও না...

—অপু পাগ্লা, মানিক, সোনাভাইটা ?তোর কি কোনোবুদ্ধি আছে ?এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকে ?

বহু বহু দিন পরে—

মন যখন বড় খারাপ... সংসারের নিষ্ঠুর, পাষাণভার, তার মনে যখন চেপে বস্ত, অকৃতজ্ঞতার, অস্নেহেরমরু-বালুতে জীবন-নদীর স্রোত বুঁজে আস্ত, দম যেন বন্ধহয়ে আসত।

এমন সব রাত্রে সে জ্যোৎস্না-ভরা ছাদের ওপর উঠতো

দিদি—দিদি, ও দিদি,—দিদি

আকুল অশ্রুজলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত... দিদির স্নিগ্ধ, সৌম্য, জ্যোৎস্নারাত্রির সরল মহিমায় তার ছেলেবেলার দিদির মতো পরম স্নেহে তার ভূলুণ্ঠিত অসহায় বিভ্রান্ত হৃদয়স্পর্শ করে বল্‌তো-সোনা—পাগ্‌লা ভাইটি–চুপ্ চুপ্ লক্ষ্মী, সোনা, আমি সবসময় তোর কাছে কাছে আছি যে ?

—মানুষ হয়ে ওঠ্—ভয় কি ?মানকু, লক্ষ্মীআমার—খোকা ভাইটি আমার—

কাঁদিসনে (অপুর afterlife)

—০ –

মনের একটা ধর্ম এই যে মন যখন দুঃখের অবস্থায় থাকেতখন কেবল পূর্ব পূর্ব সময়ের দুঃখের দিনকার কথাই মনেহয়... কোনো সুখের দিন তখন আর স্মরণে আসে না...কিন্তু মন যখন উঠিয়া যায়, সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনযত সুখের দিনের স্মৃতি, ঘটনা, একসঙ্গে মনে হয়ে মনকেআনন্দপূর্ণ করতে সাহায্য করে... মন বেলুনের মতো ফুলেওঠে...

মন কখনো ওঠে কখনো বা নামে... একটা কার্ভ [ ]বলা যায়।

{কোনো সময়ে

[ ]

– ০ –

দুজনে বহুদিন ঝগড়া রৈল

সে পুরোনো তারা আর কই। দুজন দুজনকে ঘৃণা করে। মেশে না—দেখা করে না, কাছে বসে না, এর ওর কাছে পরস্পরের নিন্দে করে, একজনের দুর্দশায় আর একজন খুশি হয়... লোকে বলে ওরা কী ছিল আর কী হল !

একদিন হঠাৎ জ্যোৎস্নারাত্রে একজন পুরোনো দিনেরমতো হাসে.. আর একজন পুরোনো সাথীকে হাসির মধ্যে চিনে নেয়... সেই অবোধ, ছেলে আবার ফিরে আসে...

দুজন দুজনে জড়িয়ে ধরে... চুমু খায়...

“তুই আমার সেই অপু?”

“আপনি আমার সেই মাস্টার মশায়” (uncertain)

[অন্য একটি পৃষ্ঠা]

যখন অপু School হইতে বাড়ি ফিরিত সে নেড়ার সঙ্গে, কুঞ্জর সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইত। শ্যামল মাঠ...গাছপালা... নদীতে নৌকা বাহিত... এখানে মাঠ, ওখানেঝোপ, পাখি ডাকিতেছে। ঘুলি ঘুলি সন্ধ্যায় অন্ধকারনদীতীরের বন ঝোপে নামিয়া আসিত, ওপারে রাখালেরা পটলের ক্ষেত নিড়াইতে ২ গল্প গাহিত, সে এক

dream world... ওপারে সূর্য অস্ত যাইত, সন্ধ্যায়ঃ [হাসি]। মারহাসিমুখ, দিদির স্নেহ-ভরা-মুখ... নদীর ধারে বন-ঝোপে ছায়া-ভরা নদীর তীরে, মাঠে, ওদের সঙ্গে মিশে বেড়ানো...নদীর ওপর নৌকা করে কতদিন কত বেড়ানো... কত বর্ষারসন্ধ্যা... ও তোর জামাই এল দিগম্বর... হাটুরেরা পার হত, সন্ধ্যার ছায়ায় তাদের ওপার করে দিত সে... পাড়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি পড়তো... এক স্বপ্ন মতো রাজ্য..

অপু !অপু ! আমার মানসপুত্র।...

৮ বছর বয়সে একবার সে পলাইয়া বহুদূর গিয়াছিল...

বড্ড বেশি commonsense বাintelligence নিয়েযারাজন্মেচে, তারা কোনোemotion-এর ব্যাপারে হঠাৎ পা দিতে সাহস করে না। গর্ত, ডোবা বাঁচিয়ে পা ফেলে। ফলেবিশেষ দুঃখ বা বিশেষ সুখ তাদের অদৃষ্টে জোটে না... emotion-এর গভীর আনন্দ তাদের হয় না...

{অপু..